গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাজেট-১ অধিশাখা

বিষয় ঃ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জননিরাপত্তা বিভাগ এর আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তর এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির (BMC) ২য় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি ঃ মোস্তাফা কামাল উদ্দীন, সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ।
স্থান ঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।
সভার তারিখ ও সময় ঃ১৪/১১/২০১৮, বিকাল ০৩.০০টা।
উপস্থিত সদস্যবৃন্দ ঃ পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) এক নজরে জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তরসমূহের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের মোট রাজস্ব প্রাপ্তি, উন্নয়ন ও পরিচালন খাতের বাজেট উপস্থাপন করেন। অতঃপর আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সচিব যুগ্ম-সচিব (বাজেট) কে আহবান জানান।

০২। বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিব যুগ্ম-সচিব (বাজেট) জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তর সমূহের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা, উন্নয়ন ও পরিচালন খাতের বাজেট সম্পর্কে সভায় আলোকপাত করেন। অতঃপর তিনি স্ব-স্ব দপ্তরের বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন অগ্রগতি বিষয়ে সভায় উপস্থিত বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধির মতামত পেশ করার জন্য অনুরোধ জানান। অত:পর সভাপতির নির্দেশক্রমে উপসচিব(বাজেট-১) সভার আলোচ্যসুচি অনুযায়ী আলোচনাসমূহ পর্যায়ক্রমে সভায় উপস্থাপন করেন।

০৩। সভায় উপস্থিত জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তরসমূহের প্রতিনিধির মধ্য হতে বাংলাদেশ পুলিশ এর প্রতিনিধি জানান যে, পুলিশের জনবল বৃদ্ধি, উল্লেখযোগ্যভাবে ইউনিট বৃদ্ধি, থানা বৃদ্ধি ও দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে জঙ্গীদমন, সন্ত্রাস, সাইবারক্রাইম প্রতিরোধে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের পরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেন এবং আগামী ০৩ (তিন) অর্থবছরের বাজেট পরিকল্পনা এবং বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। বাংলাদেশ পুলিশ এর প্রতিনিধি আরো জানান যে, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে দায়িত্ব পালনের বিপরীতে জাতিসংঘ হতে প্রাপ্য অর্থ বাংলাদেশ পুলিশ এর আয়ের বড় অংশ। চলতি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের প্রথম কোয়ার্টারে জাতিসংঘ হতে প্রাপ্য আয় এ পর্যন্ত না পাওয়ায় রাজস্ব প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রকৃত আয় কম হয়েছে। অচিরেই প্রাপ্য অর্থ পাওয়া যাবে। এ অর্থ পাওয়া গেলে বাংলাদেশ পুলিশ এর রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে। প্রথম কোয়ার্টারে উন্নয়ন ও পরিচালন ব্যয়ের প্রতিফলন ibas++ এ বর্তমানে দেখা না গেলেও ২য় কোয়ার্টার নাগাদ তা দৃশ্যমাণ হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভাজন সঠিক রয়েছে। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও বার্ষিক পেমেন্ট সিডিউল তৈরী করে প্রেরণ করা হবে।

০৪। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি জানান যে, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আহরণে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ সচেষ্ট থাকবেন এবং উন্নয়ন ও পরিচালন খাতে কাজের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভাজন সঠিক রয়েছে। অচিরেই বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) ও বার্ষিক পেমেন্ট সিডিউল তৈরী করে প্রেরণ করা হবে।

০৫। বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি'র প্রতিনিধি জানান যে, নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আয় বছরের প্রারম্ভে কম হলেও দ্বিতীয় কোয়ার্টারে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে। তাছাড়া, উন্নয়ন ও পরিচালন খাতে ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের লক্ষ্যে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনা (APP) ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভাজন সঠিক রয়েছে। অচিরেই বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও বার্ষিক পেমেন্ট সিডিউল তৈরী করে প্রেরণ করা হবে।

০৬। বাংলাদেশ কোস্টগার্ড অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান যে, রাজস্ব প্রাপ্তি ও ব্যয় ব্যাবস্থাপনায় অগ্রগতি হচ্ছে এবং পরবর্তী কোয়ার্টারেও তা অব্যাহত থাকবে। অচিরেই বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) ও বার্ষিক পেমেন্ট সিডিউল তৈরী করে প্রেরণ করা হবে।

০৭। ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি)এর প্রতিনিধি জানান যে, আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভাজন সঠিক রয়েছে। অচিরেই বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) ও বার্ষিক পেমেন্ট সিডিউল তৈরী করে প্রেরণ করা হবে।

০৮। উন্নয়ন অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব(উন্নয়ন) সভায় অবহিত করেণ যে, আমাদের ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভাজন সঠিক রয়েছে। প্রয়োজনে এটি পরিবর্তন করা যাবে। কাজের অগ্রগতি বর্তমানে ধীর হলেও এটি অচিরেই বেগবান হবে।

০৯। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা শেষ হওয়ার পর যুগ্ম-সচিব (বাজেট) সভাকে অবহিত করেন যে, বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রত্যেক কোয়ার্টারের শেষে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে ibas++ এ এন্ট্রি দিতে হবে মর্মে অর্থ বিভাগ হতে নির্দেশনা আছে। তৎপ্রেক্ষিতে ২য় কোয়ার্টার এর বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ১০ জানুয়ারি,২০১৯ এর মধ্যে সকলকে জননিরাপত্তা বিভাগ ও অর্থ বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানান। এ পর্যায়ে সভাপতি বলেন, যে সকল তথ্য আদান প্রদান বা ibas++ এ এন্ট্রি দেওয়ার জন্য নির্ধারিত সময়সীমা আছে, সে সকল ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তা সম্পন্ন করার জন্য সকলকে অনুরোধ জনান। একই সাথে নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সকলকে আরো মনোযোগী হওয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। প্রত্যেক দপ্তর/অধিদপ্তর সরকারি অর্থ ব্যয়ে নিজস্ব জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগাতে হবে। সরকারি অর্থের অপচয় যেন না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং যুগের সাথে তালমিলিয়ে নিজেদের সক্ষমতাও বৃদ্ধি করতে হবে। বাজেট ব্যবস্থাপনা অধিক কার্যকর করার জন্য এ মাসের ৩০ তারিখের মধ্যেই বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) ও বার্ষিক পেমেন্ট সিডিউল তৈরী করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চলামান পাতা-২